চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

দেবালয়,বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগণা

NAAC ACCREDITED WITH GRADE 'B'

চেতনা

2024-2025

ছাত্র সংসদ

।। বন্দেমাতরম্ ।।

শিক্ষার প্রগতি * সংঘবদ্ধজীবন * দেশপ্রেম

ছাত্র সংসদ এর পক্ষ থেকে নবাগত ছাত্র-ছাত্রী
এবং পাঠরত সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের
জানাই উষ্ণ জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন।
মাননীয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা,
ও শিক্ষা কর্মীদের শ্রদ্ধা জানাই।

ছাত্র সংসদ

চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

2024 - 2025

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত

(১৮৮৫-১৯৬৯)

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, একজন প্রখ্যাত বাঙালি ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র যিনি ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে পড়াশোনা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি আইন বিষয়ে পড়া শুরু করার জন্য রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১৯ সালে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি এই পেশায় অস্বস্তি বোধ করেন এবং গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং ১৯২৬ সালে প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। গভীর আগ্রহের সাথে ব্যাপক গবেষণা করে তিনি ইন্দো-আর্য ভাষা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধধর্মের উপর অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল খুবই সাদাসিধে এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ এবং তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'পদ্মাবতী', 'বিদ্যাপতি', 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা বৌদ্ধ গান ও দোহা', 'দিওয়ান-ই-হাফিজ', 'বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সংস', 'পার্লস ফ্রম দ্য হোলি প্রফেট' ইত্যাদি, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই এই মহান বাঙালি মনীষীর জীবনাবসান হয়।

চন্দ্রকেতুগড়

প্রাচীন বন্দর নগরী

পশ্চিমবঙ্গ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের আবাসস্থল, যার মধ্যে চন্দ্রকেতুগড় অন্যতম। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপার কাছে অবস্থিত। হারোয়া, দেবালায়া, হাড়িপুর, সিংহেরাটি ইত্যাদি স্থানগুলি প্রাচীন বাংলার ধ্বংসাবশেষ ধারণ করে। মৌর্য থেকে পাল যুগ পর্যন্ত সময়ের প্রত্নবস্তু এখানে পাওয়া গেছে, যার মধ্যে শুঙ্গ, কন্ব এবং গুপ্ত যুগের নিদর্শনও রয়েছে। খননকার্য থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে চন্দ্রকেতুগড় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত একটি সমৃদ্ধশালী উপকূলীয় শহর ছিল এবং এই অঞ্চলের বৈদেশিক দেশগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের অসামান্য আবিষ্কারগুলির মধ্যে রয়েছে সোনা ও রূপার মুদ্রা, তামার পয়সা, হাতির দাঁতের এবং বেসরকারি মালিকদের গলার হার ও বালা, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির নারী মূর্তি, বিভিন্ন দেব-দেবী যেমন পার্বতী, যক্ষ, যক্ষিণী এবং অন্যান্য মূর্তি। বিভিন্ন আকারের পাত্র, বাটি, থালা, পেয়ালা, ছোট মুখের পাত্র (যা ভারতে অনন্য), কলসি, জগ, বেসিন, হাঁড়ি, কালো পালিশ করা মৃৎশিল্প এবং ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই করা অনেক পোড়ামাটির চাকার অংশ এখানে পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির তৈরি নিকাশী পাইপগুলিও ইঙ্গিত দেয় যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই বন্দরের শহরটি একটি জটিল মন্দির কমপ্লেক্সের মতো ছিল, যা 'খানা-মিহিরের ঢিবি' নামে পরিচিত

অধ্যক্ষের কলমে

চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ, স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের প্রয়াসে প্রকাশিত' চেতনা' পত্রিকার জন্য অধ্যক্ষ হিসেবে আমি গর্বিত। ছাত্রদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় প্রতিবৎসর এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশে যে সহযোগীতা উপলব্ধ হয় তা উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকা আরো বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন। কেন না, আমাদের ৫০০০ এরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের বেশীরভাগ 'চেতনা' পত্রিকায় অংশ নিতে পারে না। তাই আমরা চেষ্টা করবো যাতে করে পরের প্রকাশনায় বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ দিতে পারি। পত্রিকার সাফল্য কামনা করে এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আমার আকুণ্ঠ স্নেহ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলাম।।

— ডঃ সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

শিক্ষাই শক্তি, জ্ঞানই আলো, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মায়ের কোল থেকে শিশুর যে শিক্ষার শুরু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় তার ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটে। মানব সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই মানুষ শিল্পকলাকে লালন, ধারণ ও চর্চা করে আসছে। প্রথাগত সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নান্দনিক গুণাবলী ও শিল্পীসুলভ চিন্তাধারার প্রকাশ পায় একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকার মাধ্যমে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। আর এই মাতৃভাষাতেই আমাদের বার্ষিক আয়োজন '**চেতনা**'। রাজ্যের প্রান্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও '**চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়**' প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই সাংস্কৃতিক রুচি বোধের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয়ের সচেতন দিকনির্দেশনা, এছাড়াও সমস্ত সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক, সমস্ত প্রকাশনা উপ-পরিষদের সদস্যবৃন্দ যাঁদের মূল্যবান মতামত, সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় এই পত্রিকা পূর্ণতা পেয়েছে তাঁদেরকে সম্পাদক দ্বয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। অনিচ্ছাকৃত কোনোরূপ ভুল ত্রুটির জন্য সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। '**চেতনা**' আগামীদিনে আরও বেড়ে উঠুক, সার্বিক দিক থেকে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই কামনা। একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সম্পাদকীয় শেষ করছি।

সম্পাদক - সামিম তরফদার

সহ -সম্পাদক - এস. কে রামিজ রহমান
ও
এস. কে ওয়াসিম আকরাম

ঃ সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা নং
১।	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	----------	২
২।	চন্দ্রকেতুগড়	----------	৩
৩।	অধ্যক্ষের কলমে	— ডঃ সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়	৪
৪।	সম্পাদকীয়	— সামিম তরফদার, এস. কে রামিজ রহমান ও এস. কে ওয়াসিম আকরাম	৫
৫।	কোনটা বেশি দামি	— শ্রেয়া দাস, ৩ য় সেমিস্টার	৭
৬।	আমাদের একুশ আছে	— নাসরিন নাহার, ৩ য় সেমিস্টার	৭
৭।	আনন্দ	— সাকিল হোসেন, টি.এম.সি.পি ইউনিট, প্রেসিডেন্ট	৮
৮।	ইচ্ছে ছিলো	— সাবনূর ইয়াসমিন, জি. এস	৯
৯।	শুধু তোমার জন্য	— মানস বিশ্বাস, টি.এম.সি.পি ইউনিট, ভাইস প্রেসিডেন্ট	৯
১০।	আমি মনে হয় আর বড় হব না	— আফসানা খাতুন, টি.এম.সি.পি ইউনিট, ভাইস প্রেসিডেন্ট	১০
১১।	অপেক্ষা একটা ভোরের	— সামসুন নাহার, ষষ্ঠ সেমিষ্টার	১০
১২।	জননী জন্মভূমি	— তৃণা মন্ডল, তৃতীয় সেমিষ্টার	১১
১৩।	ঈদে খুশি চাঁদের হাসি	— মায়া খাতুন, তৃতীয় সেমিষ্টার	১১
১৪।	মনে পড়ে 'মা'	— মোঃ ফারুক আহমেদ, প্রাক্তন ছাত্র	১২
১৫।	আমায় খোঁজা বারণ	— সাহিন আলি, ষষ্ঠ সেমিষ্টার	১২
১৬।	দুই পৃথিবী	— এস. কে সাহিল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ	১২
১৭।	এখনই রাজনীতি করার সময়	— ইবরান সরদার, ষষ্ঠ সেমিষ্টার	১৩
১৮।	পালাবদলে	— সুরাজ সরদার, ষষ্ঠ সেমিষ্টার	১৪
১৯।	ধর্মের নামে নির্মমতা	— মহঃ সাহারিয়াজ আলম, ষষ্ঠ সেমিষ্টার	১৪
২০।	আজও আমি অপেক্ষায়	— সনি মন্ডল, প্রথম সেমিষ্টার	১৫
২১।	মানুষ	— সাহারা খাতুন, প্রথম সেমিষ্টার	১৫
২২।	সাফল্য	— বাবাই সাধুখা (ক্যাজুয়াল স্টাফ)	১৬
২৩।	জীবন সমুদ্র	— মোঃ সেলিম উদ্দিন (ক্যাজুয়াল স্টাফ)	১৬
২৪।	ভুল ভেঙে গেছে	— মেহেবুব আক্তার মিলন (ক্যাজুয়াল স্টাফ)	১৭
২৫।	ভোট ইস্যু	— মোঃ আব্দুল হামিদ (শিক্ষা সহায়ক কর্মী)	১৭
২৬।	ভাল	— সূর্য্য মুখার্জ্জী, প্রথম বষ	১৮
২৭।	নামহীন তারা	— মনিরুল জামান, ষষ্ট সেমিষ্টার্র	১৮
২৮।	জনতার গান	— বাকিবিল্লাহ মন্ডল	১৮
২৯।	জানি দেখা হবে	— তানিসা পারভীন, প্রথম সেমিষ্টার	১৯
৩০।	নিজের চিঠি	— জিয়া গালিব, প্রথম সেমিষ্টার	২০

কোনটা বেশি দামি

দিনে দিনে যত বড় হচ্ছি এই আমি
বুঝেছি টাকা থেকেও শিক্ষা টাই দামি
স্কুল ছেড়ে কলেজে যেবার বাড়িয়েছিলাম পা
সুখ দুঃখের প্রবল স্রোতে ভাসিয়েছিলাম গা
ছুটছে সবাই আপন বেগে চায়না দেরি করতে
প্রতিযোগিতা পদে পদে ভবিষ্যৎ হবে যে গড়তে
অজান্তেই আগত দায়িত্বে জীবন যাচ্ছে জড়িয়ে
সময়ের সাথে অসংখ্য চিন্তা দিচ্ছে মাথা ভরিয়ে
ভবিষ্যৎ চিন্তা একটু একটু করে শাখ শান্তি খায়
দায়িত্ববোধ প্রতিভা গুলো মেরে ফেলতে চাই
যে পথে সাফল্য আছে আমার তো চেনা নাই
যেই পথে ভিড় দেখি সেই দিকেই যায়
এখনো ঠিক নিশ্চিন্ত নয় কি করে করব আমি
মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে শিক্ষা না অর্থ দামি

— **শ্রেয়া দাস,** ৩ য় সেমিষ্টার

আমাদের একুশ আছে

আমাদের গর্ব করার মতো "একুশ" আছে
আমার গর্ব করার মতো "বায়ান্ন" আছে
আমাদের অহংকার করার মতো মাতৃ ভাষা আছে
পৃথিবীর একমাত্র মাতৃভাষা
যা প্রতিষ্ঠিত করতে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে।
আমাদের সালাম আছে , রফিক আছে, জব্বর আছে,
আমাদের একটা ক্ষ্ম শহীদ মিনারক্ষ্ম আছে
আমাদের মা, মাটি, দেশ, আছে
আমাদের অভাব কী
আমারই মায়ের ভাষার জন্য রক্ত দেই
একমাত্র জাতি

— **নাসরিন নাহার,** সেমিষ্টার

আনন্দ

প্রতিদিনের আনন্দ টুকু খুঁজে নিব
সবকটি সতর্ক মুহূর্তে
পথ হারাবো না আর পথে পথে
দুঃখের মতাল রসে ।

কি পাইনি আর কিবা পাবো
দেখবো না হিসেবের খাতা খুলে
কোন লাভ নেই
পৃথিবীর সাথে অভিমান করে ।

মৃত্যুগামী আমি-
আক্ষেপের ম্লান চোখের ভেতর থেকে
বেড়িয়ে এসে
মোহনিয় ডুব সাঁতার দিব পৃথিবীর বাতাসে ।

পাখিদের ডাক শুনে-
দরজায় দাড়াবো একা এসে
বেদনার ভারে করুনার ক্রাচে ভর করে
হাটবো না আর পৃথিবীর মাঠে মাঠে ।

প্রতিদিনের আনন্দ টুকু খুঁজে নিব
সবকটি সতর্ক মুহূর্তে
পথ হারাবো না আর পথে পথে
দুঃখের মতাল রসে ।

— ***সাকিল হোসেন,*** টি.এম.সি.পি ইউনিট, প্রেসিডেন্ট

ইচ্ছে ছিলো

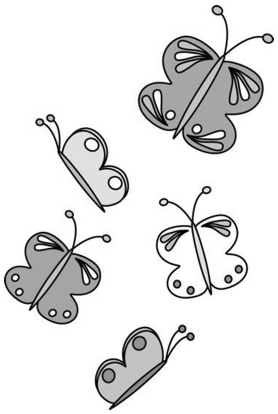

ইচ্ছে ছিলো তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো
ইচ্ছে ছিলো তোমাকেই সুখের পতাকা করে
শান্তির কপোত করে হৃদয়ে উড়াবো।
ইচ্ছে ছিলো সুনিপূণ মেকআপ-ম্যানের মতো
সূর্যালোকে কেবল সাজাবো তিমিরের সারাবেলা
পৌরুষের প্রেম দিয়ে তোমাকে বাজাবো, আহা তুমুল বাজাবো।
ইচ্ছে ছিলো নদীর বক্ষ থেকে জলে জলে শব্দ তুলে
রাখবো তোমার লাজুক চঞ্চুতে,
জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু'চোখে।
ইচ্ছে ছিল রাজা হবো
তোমাকে সাম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো,
আজ দেখি রাজ্য আছে
রাজা আছে
ইচ্ছে আছে,
শুধু তুমি অন্য ঘরে।

— *সাবনূর ইয়াসমিন, জি. এস*

শুধু তোমার জন্য

কতবার যে আমি তোমোকে স্পর্শ করতে গিয়ে
গুটিয়ে নিয়েছি হাত-সে কথা ঈশ্বর জানেন।
তোমাকে ভালোবাসার কথা বলতে গিয়েও
কতবার যে আমি সে কথা বলিনি
সে কথা আমার ঈশ্বর জানেন।
তোমার হাতের মৃদু কড়ানাড়ার শব্দ শুনে জেগে উঠবার জন্য
দরোজার সঙ্গে চুম্বকের মতো আমি গেঁথে রেখেছিলাম
আমার কর্ণযুগল; তুমি এসে আমাকে ডেকে বলবেঃ
'এই ওঠো,
আমি, আখমিখ।'
আর অমি এ-কী শুনলাম
এমত উল্লাসে নিজেকে নিক্ষেপ করবো তোমার উদ্দেশ্যে
কতবার যে এরকম একটি দৃশ্যের কথা আমি মনে মনে
কল্পনা করেছি, সে-কথা আমার ঈশ্বর জানেন।
আমার চুল পেকেছে তোমার জন্য,
আমার গায়ে জ্বর এসেছে তোমার জন্য,
আমার ঈশ্বর জানেন- আমার মৃত্যু হবে তোমার জন্য।
তারপর অনেকদিন পর একদিন তুমিও জানবে,
আমি জন্মেছিলাম তোমার জন্য। শুধু তোমার জন্য

— ***মানস* বিশ্বাস,** টি.এম.সি.পি ইউনিট, ভাইস প্রেসিডেন্ট

আমি মনে হয় আর বড় হব না

আমি মনে হয় আর বড় হব না
ষাটের দশকে আমি ছিলাম বত্রিশের যুবক
এখনও আমার বয়স বত্রিশ
দুই হাজার চলি,শ সালেও আমি বত্রিশেই থাকব।
যেদিন নন্দিনীর সাথে প্রথম দেখা হয়
সেদিন নন্দিনীর বয়স ছিল ষোলো
আমার বয়স নেমেছিল আঠারো তো
এখনও আঠারো, আর বাড়বে না
তোমরা বড় হবে, অনেক বড়,
তোমরা বড় হতে হতে আকাশকে ছোঁবে
আমি কেবল তোমাদের চেয়ে চেয়ে দেখব।
আমি হয়তো আর বড় হব না।
বড় হতেও চাই না ।
চিরকালই আঠারতো তে থাকব
চির সবুজ হয়ে থাকব।

— ***আফসানা খাতুন,*** টি.এম.সি.পি ইউনিট, ভাইস প্রেসিডেন্ট

অপেক্ষা একটা ভোরের

পানতোয়া পাখির ঠোঁটে ভর করে প্রতিদিন সূর্য আসে
চাতকের ছোট্ট ডানায় পাখা মেলে সজল বরষা
ভিজিয়ে দিয়ে যায় হৃদয়ের সব অলিন্দ।
চির নতুন, চির তরুন হয়ে বেঁচে থাকে
দসত্যদদসম্পর্কদ আর তসুন্দরদ যা কিছু।
পলক তোলা থেকে ফেলা অব্ধি
অনিমেষ অপেক্ষায় থাকা।
স্মৃতির পাতায় খুঁজে নেয়া প্রিয় মুখ, চেনা কণ্ঠ
প্রিয় কিছু শব্দ যা চির নতুন।
অপেক্ষা একটা ভোরের
ঘাসের বুকে জমে থাকা ছোট্ট শিশির বিন্দু
যেন এক একটা সাত রঙা পৃথিবী,
দরজায় কড়া নেড়ে জানান দেবে,
এই তো তোমার পৃথিবী, সব দিলাম ।
এবার কষ্ট ভুলো..

— ***সামসুন নাহার,*** ষষ্ঠ সেমিষ্টার

জননী জন্মভূমি

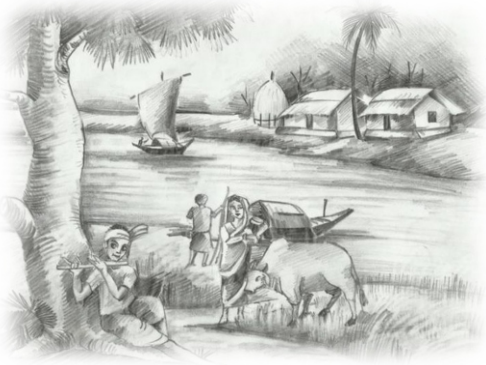

আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মা-কে
-কখনও মুখ ফুটে বলি নি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
-শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত
আমার ভালাবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি।

হে দেশ, হে আমার জননী-
কেমন ক'রে তোমাকে আমি বলি!

— ***তৃণা মন্ডল,*** তৃতীয় সেমিষ্টার

ঈদে খুশি চাঁদের হাসি

ঐ আকাশে চাঁদের হাসি জোছনা হয়ে ঝরে,
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে সবার ঘরে ঘরে।
ঈদের খুশি চাঁদের হাসি সবার মুখে মুখে,
আনন্দে তাই মনটা নাচে হৃদয় ভরে সুখে।
এক কাতারে দাঁড়িয়ে সব ঈদের নামাজ পড়ি,
সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কোলাকুলি করি।
এই আনন্দ যাই বিলিয়ে সবার তরে তরে,
ঈদের মতই আনন্দ থাক্ সারা বছর ধরে
হিংসা বিবাদ কলুষতা থাকুক দূরে দূরে,
হৃদয় ভরা ঈদের হাসি আসুক ঘুরে ঘুরে।
সুখে দুখে একই সাথে মিলেমিশে থাকি,
ব্যথির মনের কষ্ট ব্যথা ভালোবাসায় ঢাকি।
দু-হাত তুলে রবের কাছে এই ফরিয়াদ করি,
পবিত্র এই দ্বীনের উপর আমরা যেন মরি
দু-হাত তুলে দোয়া করি মহান রবের কাছে,
মাফ করে দাও পাপ পরিতাপ যত কিছু আছে।

— ***মায়া খাতুন,*** তৃতীয় সেমিষ্টার

মনে পড়ে 'মা'

একা করে 'মা' গো তুমি
কোথায় দিলা পারি?
তোমায় ছাড়া শূন্য লাগে
আমার বসত বাড়ি!

মধু মাখা নরম সুরে
ডাকবে কে আর খোকা?
কোন পরাণে দিলা গো 'মা'
এক জনমের ধোঁকা?

তোমার আদর তোমার স্নেহ
কেমনে বলো ভুলি?
বিষাদ ভরা জীবন আমার
দুঃখের দলাদলি!

জানি না মা কেমন আছো
অন্ধকার ঐ ঘরে,
তোমার কথা মনে হলে
অশ্রু সদা ঝরে!

দু-চোখ ভরে দেখবো তোমায়
সাধ্য সেও নাই,
বাড়ির পাশেই শুয়ে আছো
ডাকার সুযোগ নাই।

— মোঃ ফারুক আহমেদ, প্রাক্তন ছাত্র

আমায় খোঁজা বারণ

আমায় খোঁজা বারণ তোমার,
খুঁজতে এলেও আর পাবেনা আমার,
এদিক ওদিক কথার মাঝে বললে সেবার থাকবে সাথে!
হারিয়ে দিয়ে খুঁজতে এলে, এই ছেলেটা তো আর যাবেনা!
তোমার থেকে স্বপ্ন ভালো, ঘুমিয়ে যাওয়া গভীর রাতে!

— সাহিন আলি, ষষ্ঠ সেমিষ্টার

দুই পৃথিবী

বৃষ্টি হলেই মনে হয়, একটু লুচি কিংবা পোলাও।
কিংবা জানালার ব্যালকনিতে বসে,
যদি বৃষ্টিটা আরো একটু হতে চড়াও।
কখনো মনে হয় হেডফোন কানে,
হাতে হাতে নিয়ে চায়ের কাপ,
কিংবা উপন্যাসের কাহিনী ভাবতে ভাবতে,
বৃষ্টি উপভোগ করা চুপচাপ।
কিন্তু সামান্য বৃষ্টি মানেই যে সর্বনাশ,
চালের ছিদ্র দিয়ে পরে জল,
চাল মেরামত করতে করতে কাটে রাত,
তবু জল পড়ে অনর্গল।।
যদি হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নামে,
কারোর তাতে বেশ ফুর্তি,
কারোর আবার ধানের গোলা ভিজে,
বার্ষিক আয় ধ্বংস এমনই কীর্তি।।

— এস. কে সাহিল,
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

এখনই রাজনীতি করার সময়

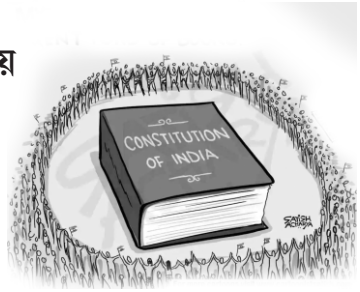

এখনই রাজনীতি করার সময়
ঈর্ষা নয় বিজ্ঞাপনে নয়
আলিঙ্গনে মানুষের হবে জয় ।

শুধু চিৎকার চেচামেচি
পুরনো সাইনবোর্ড নিয়ে মাতামাতি
এইসব নয় রাজনীতি ।

শয়তানের মত মুখ করে ভেংচি কাটা
প্রতিবাদমুখর মানুষের
চিৎকার শুনতে না পাওয়া
প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে পথে পথে
ব্যারিকেড দেওয়া
লুটপাটের ম্যানেজারী করা
লোক বুঝে সুযোগ করে দেওয়া
একে বলেনা রাজনীতি করা।

মানুষের হাত থেকে যখন
সবকিছু খসে খসে পড়ছে
ঘরবাড়ি বদলে গেছে
ক্ষুধা দারিদ্র্যতায়
আর যখন কান্না আসে অনিচ্ছায়
হৃৎপিন্ড ভরা মৃত্যু ভয়
এখনই রাজনীতি করার সময় ।

মানুষের ভেতরের অসীম মানুষকে
জাগানোর এটাই সময়
দস্যুর মত করোনার অসম্ভব থাবা থেকে
আতঙ্কিত প্রহর থেকে বাঁচানোর এটাই সময়
এখনই রাজনীতি করার সময় ।

— ইবরান সরদার, ষষ্ঠ সেমিষ্টার

পালাবদলে

ক্ষমতার পালাবদলে ওরা দেবতা বদলে ফেলে
মানুষের সুখ-শান্তি
দেশের অর্থনীতি লুটকরে বিসর্জন দেয়
কথিত দেবতার পদতলে
জনগন অবাক তাকিয়ে দেখে ভীষন কষ্টে
দেবতাদের আশীর্বাদের তীলক লুটেরাদের কপালে ।

শহরে গ্রামের ভেতরে
অল্পকিছু সবুজ ফলমূল বেচে
তাদের জীবন চলে
নড়বড়ে জীবনে কত কত মেধা যায় ঝরে
দেবতা আমাদের বুঝায় -
তোমাদের সবকিছু হবে কিছুদিন পরে ।

ডাউন ট্রেনে এসে জনগন যোগদেয়
মিছিলে শ্লোগানে - দেবতা মানে
ক্ষমতা পেলে পাড়ায় পাড়ায়
পাতিনেতাদের আড্ডায় চলে
অংককষে চাঁদা আদায় - তারা ভবন বানায় ।

বিভোর জনতা পিতলের ঘোড়ায় চড়ে
যেতে চায় আজমির আগ্রা
মান্য করে দেবতা
অথচ আশীর্বাদের তীলক পায় লুটেরা ।

— সুরাজ সরদার, ষষ্ঠ সেমিষ্টার

ধর্মের নামে নির্মমতা

ধর্মের নামে, কী নির্মমতা!
কী পাষণ্ডতা, কী অমানবিকতা!
অলংকার হলো বুলেট, রক্তস্নান-ত্ত
এরা কি জানে না, জীবনই তো ঈশ্বরের উপহার?
ধর্মের ছাঘ্মাবরণে, ঘৃণার আগুনে
তারা পুড়িয়েছে কত শত প্রাণ,
অথচ ধর্ম তো শিখায় প্রেম, শান্তি,
এরা শুধু ধ্বংস, ত্যাগে তাদের নেই কোন স্থান।
আমরা চুপ, আমাদের নীরবতা নয়,
এরা শত্রু নয়, বরং নিজেদের শত্রু।
ধর্ম নয়, বরং ঘৃণা তাদের রাজা,
যারা পিশাচ হয়ে হানছে আমাদের সবার আশা।
যারা হত্যা করে, তারা কখনো মানুষ নয়,
তাদের প্রতি ঘৃণা আমাদের প্রতিবাদ।
শান্তি, ভালোবাসা আমাদের লক্ষ্য,
এরা কখনো জয়ী হবে না, তা জানো!

— মহঃ সাহারিয়াজ আলম, ষষ্ঠ সেমিষ্টার

মানুষ

কী হয় ঝড়ের সাথে ফেলে দেওয়া চিঠি উড়ে এলে...
হয় তো বা পড়ে দেখি আরেকবার অভ্যাসবশত...
যদিও জানি না
সময়ের সাথে অর্থ বদলে যায় কি না...
অথচ দু'বার আমরা মানুষ পড়ি না...

— ***সাহারা খাতুন,*** প্রথম সেমিষ্টার

আজও আমি অপেক্ষায়

ভেবেছিলাম আসবে তুমি,
আসবে আমায় নিতে।
তাইতো আমি অপেক্ষাতেই
আজও ঘরে বসে।
দরজা-জানলা খোলাই ছিলো,
আসবে বলে নিতে।
তবে দিন কাটিয়ে রাত হলেও
এলেনা আমায় নিতে।
কি করবো ভেবে না পেয়ে!
গেলাম তোমার কাছে।
বাড়ি গিয়ে দেখি আমি
তুমি নেই ঘরে।
মন বোঝেনা আজও আমার
ভালোবাসি বলে।
ফিরে এলাম আমার ঘরে
আসবে বলে নিতে।
আজও আমি অপেক্ষাতেই
আমার ঘরে বসে।
তুমি আসলেই তোমার কাছে
যাবো আমি ফিরে।

— **সনি মন্ডল,** **প্রথম সেমিষ্টার**

সাফল্য

আমার শত কথার মাঝে একটা যদি বাজে
অন্তর কানে হঠাৎ কারো তা যদি আসে কাজে।
আমার এই ভাঙ্গা গলার সহজ সুরে গান
দিনের শেষে শীতল করে কারো তাপিত প্রাণ।
আমার গুপ্ত দুঃখের অশ্রু, দেয় গো ভিজাইয়া
অলক্ষিতেই কোমল করি কোন কঠিন হিয়া
আমার ব্যর্থ চেষ্টাও যদি কারো নৈরাশ ভার
সরায়ে ফেলে কৌতুহলের দেয় করে সঞ্চার।
ক্ষণেক তরে একটু তারে ভাবের ভাবী করে
বড় আঘাত ভুলিয়ে দেয় ছোট ব্যথায় ভরে।
কাঙ্গাল মোর দানের সাধ দেখে যদি ধীরে
দুঃখীর ফোটে স্নেহের হাসি শুষ্ক অধর তীরে।
আমার মত অকিঞ্চনের সেই তো ভাগ্যফল
সকল চিন্তা সকল চেষ্টা দুঃখে চোখের জল।
আশার স্বপ্ন হর্ষের ঢেউ ভাঙ্গা গলার গান
সফল হবে, ধন্য করবে আমায় ভগবান।

— বাবাই সাধুখা (ক্যাজুয়াল স্টাফ)

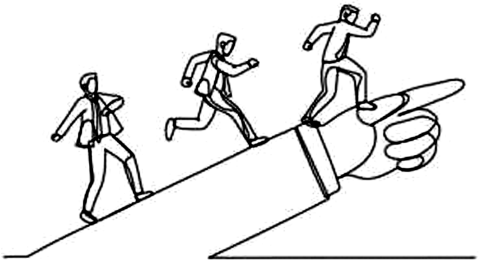

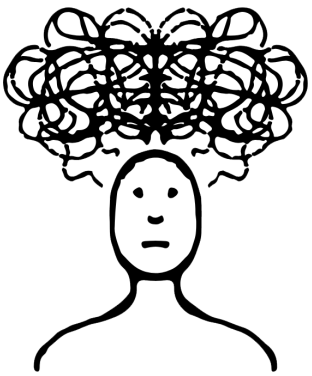

জীবন সমুদ্র

ভেসে ভেসে যাই আমি কোন দূরে
জীবন সমুদ্রে
ভাগ্যের নৌকায় চড়ে
হাল নাই পাল নাই ভেসে যাই স্রোতে
কোন মাঝি সে
জানিনা কোথায় ভিড়াবে আমারে কোন কিনারে ।
ভেসে বেড়াই জীবন সমুদ্রে
ভাগ্যের নৌকায় চড়ে
মাঝে মাঝে ঝড় আসে ঢেউ আসে
কে যেন ভাসায় ডুবায় এই আমাকে ।
যদি খুঁজে পেতাম নৌকার মাঝিকে
আমার আনন্দ বেদনা হাসি কান্নার কথা
বলতাম তাকে ।
ভাগ্যের নৌকায় চড়ে
ভেসে ভেসে যাই আমি কোন দূরে
জীবন সমুদ্রে ।

— মোঃ সেলিম উদ্দিন (ক্যাজুয়াল স্টাফ)

ভুল ভেঙে গেছে

শুন্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেটেছে
আমার কতকাল
অন্ধের মত আশাবাদী হয়ে
সাদা লাঠি হাতে কোথায় এসেছি আজ
এখানে সবাই অশ্লীল অভিশাপ দেয়
করুনার চোখে তাকায় ।
ভেবেছিলাম তোমার কাছে-
একটু বৃষ্টি নিবো চেয়ে আর কিছুটা সূর্যের আলো
সবুজ বাতাস নিবো দুচোখে নদী নিবো
দিকেদিকে এত চক্‌ৰান্ত
আমি কি ভাবে তোমার কাছে এতকিছু চাবো ।
অবশেষে ভিখারীর মত দুহাত পেতে
শুধু নিলাম চেয়ে
রাত্রি জাগার ক্লান্তিটুকু দিওনা আমাকে ।

— মেহেবুব আক্তার মিলন (ক্যাজুয়াল স্টাফ)

ভোট ইস্যু

আমার দেশে ভোট এসেছে
বুঝবে তুমি কবে,
আতঙ্ক আর ভয়ে আছে
দেখবে যেদিন সবে।
ভোট এলে দেশের সীমায়
গুলির লড়াই হয়,
হিজাব পরে মুসকানেরা
চলতে বাধা পায়।
খাওয়া পরার স্বাধীনতা
হরণ করা চাই,
স্বাধীন দেশে ভোট এসেছে
ভেবে নিও ভাই।
NRC আর CAA আইন
আবার তুমি দেখো,
সে দিন দেশে ভোট আসবে
এটাই মনে রেখো।
প্রতিবারই নিয়ম করে
নতুন ইস্যু চাই,
আমরা বোকা বুঝবো কবে
এ ভোটের খেলা ভাই।

— মোঃ আব্দুল হামিদ
(শিক্ষা সহায়ক কর্মী)

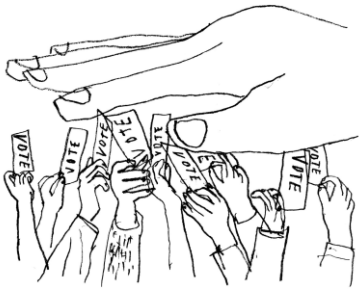

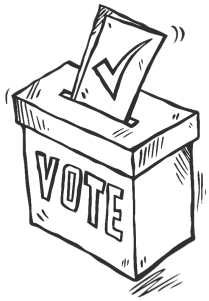

ভাল

দাদা গো! দেখছি ভেবে অনেক দূর-
এই দুনিয়ার সকল ভাল, আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল, তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল, হেথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল, ঢেউ-জাগানো বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল, ময়লা ভাল ফরসা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্মা ভাল, মাছপটোলের দোল্যা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল, সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাক্ত ভাল, টিকিও ভাল টাকও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেলতে ভাল, খাস্তা লুচি বেল্লে ভাল,
গিটকিরি গান শুন্তে ভাল, শিমুল তুলো ধুন্তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল, কিন্তু সবার চাইতে ভাল
-- পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

— সুর্য্য মুখার্জ্জী, প্রথম সেমিষ্টার

নামহীন তারা

চাঁদের ফাঁকে এক নামহীন তারা,
চুপিচুপি ডাকে ; ক্ষ্মআমি কি শুধু আঁধারে সারা?ক্ষ্ম
নক্ষত্রেরা হাসে, কেউ শোনে না বয়ান,
সে শুধু আলো নয়, একা থাকার অভিমান।

বাতাস বোঝে না তার নীরব বিদ্রোহ,
আকাশ কেবল রাখে নিঃশব্দ প্রহরী মতো চোখ।
সে চায় না কবিতা, না কোনো গান,
চায় শুধু একবার ; কেউ বলুক তার নাম।

— মনিরুল জামান, ষষ্ঠ সেমিষ্টার

জনতার গান

জনতার হৃদয়েতে বাজে যে গান,
সত্যের পথে যারা হাঁটে নির্ভয় প্রাণ,
ধর্ম নয়, জাত নয়, একটাই শপথ;
ন্যায়ের রক্তে রাঙাও এই ভূমি-পৃথিবান।

শোষকের সিংহাসন কাঁপুক কাঁপুক,
মিথ্যার মুকুট ভেঙে দিক জনতার ঝড়,
বেকারের চোখে ফের জ্বলে উঠুক
আশার আলো, সাহসের পর্বতচূড়া বর।

জলে, স্থলে, প্রান্তরের গানে,
আমার ভারত জেগে উঠুক তানে।
ভুলে যাও দল, মনে রাখো দেশ;
মানুষই হোক মানুষের পরম সম্বেশ।

ওরে ভাই, ওরে বোন,
ভুলে যা ভয়, গড়ো নতুন ঋণধার।
এতদিন যা ছিল স্বপ্ন,
আজ তা হোক জাগরণে সত্যিকার।

‘শেষ পঙক্তি’
‘‘এই মাটি আমার, তোর, সকলের;
এই স্বাধীনতার শপথে হোক জয়গান আবার’’।

— বাকিবিল্লাহ মন্ডল, তৃতীয়সেমিষ্টার

জানি দেখা হবে

ভালোবাসি ---------
ভীষন, ভীষন ভালবাসি তোমায়
তোমার গানের স্রোত এ বহন
করেছিল ভালোলাগা ।
মন ছুয়ে ছিল এক অজানা
অনুভূতি
ভেসে গিয়েছিলাম সুখের
তাগিদে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো
ছুয়ে ছিলাম হৃদয়।।
পায়ে 'পা' মিলিয়ে হেঁটেছিলাম
'জন্ম' থেকে 'জন্মান্তর' ;
তখন বুঝিনি , এই ভালোলাগা
জীবনে প্রথম ভালবাসা
এনেছে।
বাস থেকে নেমে তুমি যখন
অদৃশ্য হচ্ছিলে , তোমার পথে ধীরে ধীরে
আমার মনে তখন দাবানল।
তোমাকে পেছন থেকে ডাকার
স্বর যেন ----------
যেন নিমেষেই হারিয়েছিলাম
গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে
জমাট বেঁধে ছিল প্রতিশ্রুতি
অনুভব হয়েছিল হৃদপিন্ডের
নিস্তব্ধতা
নিশ্বাস হয়েছিল অবরুদ্ধ
বাতাসের শীতল অনুভূতি
বলেছিল
মৃত শরীরের প্রহসন ।
অনেক ভেবেছিলাম------
সারাদিন ভেবেছিলাম----- গোধূলির লাল রঙে যখন
আকাশ খেলছিল
সূর্যাস্তের হোলি
তখন চাঁদকে সাক্ষী রেখে
নিস্তব্ধ রাত বলেছিল
আমি বেঁচে আছি 'শুধু'
শুধু তোমার অপেক্ষায়------
প্রথম ভালোবাসা
প্রথম প্রেম এসেছে অন্তরে।
হৃদয়ের গভীরতায়
স্বয়নে স্বপনে গড়ে তুলেছে
এক চিলতে ঘর ।
' আমার' আর 'তোমার'
যদি বুঝতে তাহলে এই ঘরে
আসতো
সূর্যের প্রথম কিরণ
তোমার হাসির কাকলিতে।।
পারবে কি --------?
পারবে কি,
চিরবন্ধনে আবার আমাকে
বাঁচিয়ে তুলতে?।

— তানিসা পারভীন, প্রথম সেমিষ্টার

নিজের চিঠি

প্রিয় আমি,

বলতে হবে তোমার, খুবই শক্তিশালি আছো তুমি, যখন কেউ তোমার যখন কেউ তোমার কাছে এটা জিজ্ঞাসা করার জন্য ছিল না আশেপাশে যে তুমি কেমন আছো ?, তুমি কি খুশি আছো ?

কিন্তু আমি জানি যে তুমি সেই সময় কতটা ভেঙেছিলে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে কি করে তুমি তোমার চোখের পানি মুছে লুকিয়ে পরদিন সকালে আবার তুমি হেসেছো

কিন্তু হ্যাঁ আমি জানি যে তুমি কতটা বদলে গেছো তুমি যখন জীবনের সব ভালো এবং খারাপ মুহূর্ত গুলো আনন্দ করতে শিখেছ এবং তোমার এই নতুন রূপ থেকে আমি অনেক খুশি আছি, হয়তো তুমি সবসময় থেকে এটাই চেয়ে এসেছো

সাহসী , বিশ্বাসী কারণ তুমি এটা জানো ?

আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি

- ইতি

জিয়া গালিব, প্রথম সেমিষ্টার